অমৃত বাজার পত্রিকা

৩ ভাগ { ৬ ই শ্রাবণ হস্পতিবার সন১২ ৭৭সাল ২১শেজুলাই ১৮৭০ খৃঃ অব্দ } ৩২ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা
৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত বৎসর বেরার মধ্য প্রদেশে শত করা ১০ বিঘা অধিক তুলার চাষ হইয়াছে। বেরারে আবাদি ভূমির শত করা ৩০ এবং মধ্য প্রদেশে ৬॥ বিঘা তুলার চাষ। মধ্য প্রদেশে হিঙ্গলঘাট জেলায়ই তুলার আবাদ হয়। তুলার চাষ এত বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ ১৮৬৮ সাল অপেক্ষা ৬৯ সালে শতকরা ২২ গাঁইট তুলার কম রফতানি হইয়াছে। পোকা ও অনিষ্ট কর জল বায়ুতে গত বৎসর তুলার বিস্তর ক্ষতি করে। গত বৎসর মধ্য ভারতবর্ষ হইতে মোট ৫ মনি গাইটের ২১৪৫৮২ গাইট তুলা রফতানি হয়।

এবার স্থানে২ বন্যা দ্বারা বিস্তর অনিষ্ট হইতেছে। পাবনা অঞ্চলে জল বৃদ্ধি হইয়া আমন আউস ধান্য সমুদয় জল মগ্ন হইয়াছে। সম্প্রতি গণ্ডক নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ত্রিহুত এবং চাম্পারণ জেলায় ভারি ক্ষতি করিয়াছে। অনিষ্টের সীমা অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই; কিন্তু অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, এক নীল ডুবিয়া গিয়া আর না হইবে ৫০ লক্ষ টাকা জলে গিয়াছে। গঙ্গাতে জল বৃদ্ধি হইয়াও নীলের কতক অনিষ্ট হইয়াছে। ডুবিয়া যাইবার ভয়ে কুঠিয়ালেরা তাড়াতাড়ি অপরিপক্ক নীলের পাতা সমুদয় সংগ্রহ করিয়াছেন। ফল এবার সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় নীল নিতান্ত মন্দ হইবে না।

সিবিল সরবিসের দ্বিতীয় পরীক্ষাটী ভারি সহজ হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত ন্যূনতম সংখ্যা যেটী নির্দ্ধারিত হয়, তাহার অর্দ্ধেকের কম না পাইলে কমিশনার গণ পরীক্ষার্থির লিখিত উত্তর অসন্তোষ জনক বলেন না এবং এরূপ অনুগ্রহ ও প্রশ্ন সমুদয় নিতান্ত সোজা থাকা সত্বেও পরীক্ষার্থি গণের এগার জন জুরিস প্রুডেন্সে এবং ২১ জন, অর্থাৎ সমুদয়ের প্রায় অর্দ্ধেকে ভারতবর্ষিয় আইনে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্রিকা বলেন যে "পরীক্ষার বর্ত্তমান প্রণালী দ্বারা ভারতবর্ষের ভাবি বিচারপতিরা যে আইন বিষয়ে কত শিক্ষা পান, তাহার এটি উত্তম উদাহরণ এবং ইহাতে যে সেখানে এত অবিচারের কথা শুনা যায়, সে আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।"

ডিউক অব এডিনবরার আগমন অবধি ভারতবর্ষে একটি জনরব উঠিয়াছে যে প্রিন্স অব ওয়েলস শীঘ্র ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবেন। ডেলি একজামনরের মতে এটি নিতান্ত অমূলক নয়। গঙ্গায় সেতু নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইতেছে এবং যুব রাজ এখানে আগমন করিয়া এসেতুটি প্রথম খুলিবেন। ডিউক অব এডিনবরা এখানে আগমন করিয়া জর্ব্বলপুর লাইন খুলেন, যুব রাজের গঙ্গার সেতু খোলা অপেক্ষা কোন গুরুতর উদ্যোগে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। ফল এটি বোধ হয় একজামনারের সকপোল রচিত।

ভৈরব নদীর স্থানে২ ঘাট ঘেরা না থাকাতে কুমীরে লোক ধরিতেছে। এই সংক্রান্ত এক খানি পত্র স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইল। যশোরের কর্ত্তৃপক্ষ গণ ইহার প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিবেন।

ফৌজদারী কার্য্য বিধি আইনের সংশোধনার্থ ষ্টিফেন সাহেব সুপ্রিম কৌন্সিলে এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমাদের অনেক গুলি কথা বলিবার ইচ্ছা আছে আপাততঃ আমরা এই মাত্র বলি যে মাজিষ্ট্রেট দিগের যে রূপ ক্ষমতা তাহাতে বিস্তর অনিষ্ট হইয়া থাকে। অতি দরিদ্র ব্যক্তি হইতে লক্ষাধিপতি পর্য্যন্তও ইহাদিগের ইচ্ছা মাত্রে অন্যায়গ্রস্থ হইতে পারে। এই নিমিত্ত সময় সময় আমরা মাজিষ্ট্রেট দিগের ভয়ানক স্বেচ্ছাচারীতার কথা শুনিয়া থাকি। অন্যান্য জেলার ত কথাই নাই, প্রেসিডেন্সির মধ্যেও মাজিষ্ট্রেট গণ মাঝে মাঝে নানা বিধ আইন বহিভুত কার্য্য করেন। ইহাতে আমরা তাহাদিগকে বড় দোষ দেই না। তাহাদের হাতে যত কাজ ও ক্ষমতা যেরূপ অসীম তাহাতে অতি সাধু ব্যক্তিরও এই রূপ অন্যায়াচরণ করার সম্ভাবনা। অতএব মাজিষ্ট্রেট দিগের বর্ত্তমান ক্ষমতার যাহাতে কতক হ্রস হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। ষ্টিফেন সাহেব তাহার বিলে প্রস্তাব করিতেছেন যে যে সকল বদমায়েসগণ ফ্যাল জামিন না দিতে পারিয়া কারাগারে প্রেরিত হয় তাহাদের কোন কাজ করিতে হয় না, কেবল অলস ভাবে তাহারা সময় কাটায়, অতএব এরূপ একটা নিয়ম করা উচিত যে মাজিষ্ট্রেটরা ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আজ্ঞা দিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেটগণ এরূপ ক্ষমতা বিশিষ্ট হইলে অনেক অত্যাচার হওয়ার সম্ভাবনা।

When Baboo Prossanna Cumar Sarbadhicarry resigned, a strong sympathy of his countrymen consoled him, but it is a mystery why in the case of another Government Officer, as able and conscienscious, people should show such supreme indifference. When we announced the fact of the resignation of Baboo Khettra Mohan Bhattacharya some of our Contemporaries were so taken aback that they had no heart to credit us, but the matter was dropt there. He suffered too long the mortification of seeing his juniors of the alien race placed above him, and though not a man of good circumstances and somewhat improvident he resigned out of sheer disgust. But the strangest part of the story is that our good Mr Gery should allow such injustice to be done by his subordinates.

The following letter appeared in a late issue of a morning Contemporary:

TO THE EDITOR INDIAN DAILY NEWS.

SIR,—Whenever there is a dearth of news, you hurl invectives upon the unfortunate natives. You charge them with perjury, forgery, and all sorts of evil doings. The misrepresentation of the Bengalee character has of late become your meat and drink. Your impression of yesterday published the astounding assertion,—"The native community is one of first-rate liars". This assertion of yours is based on the letter of a certain income tax assessor, who is expected to fabricate stories to cover his tyrannical practices in the mofussil. Even if the statement of the assessor were true, it would not warant the inference you arrived at. Six illiterrte peasants presented false petitions, and therefore "the native community is one of first-rate liars." You, Mr. Editor, and all Englishmen, are first-rate liars because one Duncan Hamilton Ross has been committed to the Sessions for perjury, and many more are at this moment rotting in the jails of Great Britain for the same offence. I can not swallow such logic, and

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

I believe none of my "superficially educated" countrymen can do so. It is not at all to be wondered at that the ignorant and unscrupulous amlahs of our courts should be in the habit of accepting bribes, when Englishmen, not of "superficial education," leaders of public opinion, find it too difficult to turn away from the attractions of the Nawab Nizam's broad pieces. The charge that the natives have no respect for an oath can be best refuted by judicial officers of long standing, who know how difficult it is to produce respectable native gentlemen as witnesses in their courts. As a conscientious journalist, you will not grudge to publish this letter, which I conclude with saying—

Puppy, that vile vociferation
Betrays thy life and conversation.,,

Yours, &c.,
U. C. Mittra.

ঢাকা প্রকাশ ও সোমপ্রকাশ।

কেশব বাবু সম্প্রতি বিলাতে বলেন যে অনেক ইংরাজেরা এদেশীয়দের প্রতি অত্যাচার করে। ইহাতে এদেশের ইংরাজ সংবাদ পত্র সমুহ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালিরাও কেহ কেহ মিশিয়াছেন, সোমপ্রকাশ সম্পাদক তাহার মধ্যে একজন। ইহাতে ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক বিরক্ত হইয়া সম্প্রতি সোমপ্রকাশ সম্পাদককে বিলক্ষণ তিরস্কার করিরাছেন।

ঢাকা প্রকাশ, প্রস্তাবটী বেশ লিখিয়াছেন, কিন্তু অত উগ্র না হইয়া একটু ঠাণ্ডাভাবে লিখিলে আরো ভাল হইত। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির হেতুবাদে লোকে প্রায়ই সন্দেহ করে। সে যাহা হউক, এদেশে যে কেশব বাবুর বিস্তর শত্রু তাহা এখন বোঝা যাইতেছে। কেশব বাবু অতি নগণ্য ব্যক্তি, অথচ হঠাৎ তিনি জগত বিখ্যাত হইয়াছেন, ইহার নিমিত্ত কেহ কেহ তাঁহাকে ঈর্ষা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের প্রধান শ্রেণীর মধ্যে যে এ রূপ নিচাশয় ব্যক্তি আছেন, ইহা না বলিয়া, কেশব বাবুর সহিত তাহাদের শত্রুতার অন্যান্য কি কারণ আছে তাহাই দেখা যাউক। ন্যাশনাল পেপার দেবেন্দ্র বাবুর দলের, বেঙ্গলী কোঁটের শিষ্য, অন্যান্য পত্রিকা সমুহ হিন্দু, সুতরাং ইহারা কেশব বাবুর যে বিপক্ষতা করিবেন তাহা বোঝা যায়। পেট্রিয়ট স্পষ্ট শত্রু নয়, কিন্তু কেশব বাবুর মিত্রও নয়। ইহার কারণ আমরা জানি না, অনুসন্ধানও করিতে চাহিনা, তবে কেশব বাবুর কাগজ মিরারের অত্যাচারে হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক ও অন্যান্য অনেকে বিরক্ত। মিরার ব্যতীত কেশব বাবুর প্রকৃত আত্মীয়ের মধ্যে ঢাকাপ্রকাশ।

কিন্তু যিনি কেশব বাবুর যত শত্রুই হউন না কেন, সোম প্রকাশ সম্পাদকের মত কেহ নয়। ইনি বরাবর কেশব বাবুর দলের উপর বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু অদ্য বৎসর দুই হইল তিনি মুখাবরণ নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশ্য শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমরা ইহাতে তাঁহাকে দোষাইনা, কারণ বিবাদ, বিশম্বাদ না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, কিন্তু একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ব্রাহ্মদের কি কেশব বাবু সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন, তাহা লোকে বিশ্বাস না করিলে পারে। আবার যুদ্ধ ব্যতীত যে সমাজের উন্নতি হয় না সেও ন্যায় যুদ্ধ চাই। আপনি নীচ হইয়া, আপনি মিথ্যাবাদী বিশ্বাস ঘাতক হইয়া যিনি শত্রু নির্যাতন করিতে প্রবর্ত্ত হন, তাঁহার দ্বারা সমাজের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। সোমপ্রকাশ তত দুর গিয়াছেন কি না তাহা আমরা তৃতীয় পক্ষ, আমাদের অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।

কেশব বাবুকে আমরা দুই ভাবে দেখিতে পারি, কেশব বাবু ব্রাহ্ম ও কেশব বাবু বাঙ্গালী। যখন তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রশংসা করেন কি অন্যান্য ধর্ম্মের নিন্দা বাদ করেন, তখন যাহার যে ধর্ম্মে স্বার্থ আছে, তাহার সে পক্ষ সমর্থন করায় আমরা কোন দোষ দেখি না। ও সমর্থন করিতে গিয়া যদি চাঞ্চল্য বশতঃ তাঁহাকে কটু বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহাও আমরা অমার্জ্জনীয় মনে করিনা, কিন্তু কেশব বাবু ব্রাহ্ম, সেই ক্রোধে, কেশব বাবু আমাদের স্বদেশীয় বাঙ্গালী, তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কেশব বাবু যে প্রকারেই বড় হউন তিনি বাঙ্গালার সন্তান, বাঙ্গলা সেই সঙ্গে সঙ্গে একটু বড় হইবে। যে কারণে কেশব বাবুর যে পরিমাণে গৌরব বাড়িবে, সেই পরিমাণে ভারতের গৌরব বাড়িবে, অতএব যিনি স্বীয় বিরাগ শোধের নিমিত্ত কেশব বাবুকে খর্ব্ব করিতে যান, তিনি দেশের গৌরব কি দেশের মঙ্গলের প্রার্থনা করেন না, নিজের স্বার্থ সাধনই তাঁহার জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। যখন কেশব বাবু বিলাতে যাইয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন, তখন যিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে কোন কথা নাই, কিন্তু তিনি যখন রাজনৈতিক বিষয়ে হস্ত ক্ষেপন করিলেন, তখন তিনি যে ব্রাহ্ম, কি খৃষ্ট ভক্ত, ইহা মনে করিয়া যিনি তাঁহার বিপক্ষতা করিতে পারেন, তিনি দেশের নিমিত্ত বোধ হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। যদি কেশব বাবু প্রকৃত মিথ্যা কথা বলেন, তবে অবশ্য তাঁহার পক্ষ সমর্থন করা যায় না, কিন্তু যিনি এত সত্য প্রিয়, তাহার কর্ত্তব্য কেশব বাবুকে পত্রের দ্বারা সতর্ক করা, সাধারণ্যে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করায় কাহারো লাভ নাই। কেশব বাবু একজন বক্তা, আমাদের রাজ ভূমিতে তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গল ইচ্ছাও যে আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ শেষেরটা না থাকিলে তাঁহার প্রথমটা লাভের সম্ভাবনা নাই, এমত স্থলে যে পরিমাণে তাঁহার কথা ইংলণ্ডবাসিরা বিশ্বাস করিবেন, সেই পরিমাণে তাঁহা কর্ত্তৃক দেশের উপকারের সম্ভাবনা। তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করা আর তাহাকে বধ করা সমান। কেশব বাবু ধর্ম্ম শাস্ত্র বক্তা বলিয়া ইংলণ্ডে মহা সমাদর পাইয়াছেন, রাজনৈতিক বক্তা বলিয়া উপস্থিত হইলে তাহার বোধ হয় সেখানে স্থান হইত না, তাহার বক্তৃতা শক্তি ও চমৎকার আছে, ইংলণ্ড বাসীরা তাঁহাকে ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী বলিয়া লইয়াছেন, এমত অবস্থায় কেশব বাবুর দ্বারা আমরা দেশের কত উপকার প্রত্যাশা করিতে পারি! অতএব তাহাকে ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রাণপণে সাহায্য না করিয়া যেখানে কেহ কেহ বিপক্ষতা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে আমরা ইহাই বলি যে ভারতবর্ষের পাপের অদ্যাপি শেষ হয় নাই।

ঢাকা প্রকাশের, সোম প্রকাশকে ইংরাজ ভক্ত বলা বিবেচনা সিদ্ধ হয় নাই, কারণ এক হিসাবে ইংরাজ ভক্ত কথাটী মোটে গালা গালি নয়, কি এত বড় গালি যে, উহা কোন ভদ্র লোককে প্রযোগ করা কর্ত্তব্য নয়। এক হিসাবে আমরা সকলেই ইংরাজ ভক্ত, সকলেই তাহাদের অনুগ্রহ আকাংখী ও ইংরাজ দিগের অনুগত ভৃত্য। তবে ইংরাজ ভক্তের আর একটী মানে আছে। ইংরাজেরা যদি বাঙ্গালী ভক্ত হয়েন, তবে তাহাতে দোষ হয় না, বরং গৌরবই বৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল ও তাহাদের ভাগ্য ইংরাজ দিগের হাতে। সুতরাং যে ইংরাজ স্বদেশীয়ের প্রতি টান ছিন্ন করিয়া, বলবানের দিক পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বলের দিকে মিশেন, তাহার হৃদয় বৃহৎ। যিনি দুর্ব্বলের সাহায্য না করেন, তিনি বড় লোক নহেন, যিনি দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে সবলের সহিত মিশেন তিনি অতি ক্ষুদ্রাশয়, আর যিনি স্বদেশীয় দুর্ব্বলের দিক পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে বিদেশীয় বলবান দিকে মিশেন, তাহারত কথাই নাই। ইংরাজ ভক্তের আর একটী মানে এই। সোমপ্রকাশের রাজ নৈতিক মতের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। সে যে তিনি ইংরাজ ভক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাহা বলিবার আমাদের দাবি নাই। বাঙ্গালি সম্পাদক দিগের একটু ইংরাজ ভক্ত হইলে বিলক্ষণ লাভ আ-

ছে তাহার সন্দেহ নাই। ইংরাজ সম্পাদকেরা একেবারে তাহাদের গায় হাত বুলিয়া, প্রশংসা করিয়া আকাশে তুলিয়া দেন। নীল হেঙ্গামার সময় ঐরূপ নীল কুঠিয়ালেরা এক জন বাঙ্গালি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের মাথা ঘুরাইয়া দিয়া ছিল। সে দিবস আমরা লিখিয়াছি যে সোমপ্রকাশের একটী এক্ষণকার মত লইয়া ফ্রেণ্ড নিতান্ত হর্ষ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি ডেলি নিউজ, সোম প্রকাশ কেশব বাবুর বিপক্ষতা করিয়াছেন বলিয়া তাহাকে প্রশংসা করিয়াছেন। এই রূপে সৈদ আহাম্মদকে এদেশীয় ইংরাজেরা মস্ত লোক করিয়া তুলিয়াছেন। এখানে মাঝে থেকে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখি। ডেলি নিউজ ও ফ্রেণ্ড, আমাদের স্বার্থের ঘোরতর বিরোধী সুতরাং যিনি তাহাদের প্রশংসা ভাজন হয়েন তাহাকেও লোকে সেই দলের সাব্যস্ত করে। কিন্তু সোম প্রকাশের যে স্বদেশীয় দিগকে বধ করিয়া ফ্রেণ্ডের দলের ইংরাজ দিগের প্রিয় হইবেন, এরূপ অভিপ্রায় আছে এ কথা আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন নাই। ভদ্র লোকের অগ্রে ভালটি দেখা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত সোম প্রকাশকে এরূপ নীচ না ভাবিয়া আমরা তাহার আধুনিক মত পরিবর্ত্তনের অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি, সে পর্য্যন্ত আমরা তাহাই করিব, যখন অন্য কোন কারণের ছায়া মাত্রও দৃষ্টি গোচর না হয় সে আর এক কথা।

সম্ভবতঃ সোম প্রকাশ সম্পাদক কিছু ভয় পাইয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ইহাও ভাবিতে পারেন যে আমাদের একটু খোশামদ করিয়া চলা ভাল। হতে পারে যে তিনি কোন সবল মস্তিষ্ক ইউরোপীয়ের চাতরে পড়িয়াছেন, কি হতে পারে কিছু কালের নিমিত্ত তাঁহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে, শীঘ্র উহা হইতে তিনি মুক্ত হইবেন।

দেশের মধ্যে কোন অশুভ ঘটনা উপস্থিত হইলে কারণ বাহির করিয়া তাহার প্রতিবিধান করা রাজার নিতান্ত কর্ত্তব্য। ইংরাজেরা এটী উত্তম বুঝেন এবং এসম্বন্ধে যদি কখন তাহারা কোন তাচ্ছিল্য দেখাইয়া থাকেন, তবে সে শাসন প্রণালীর দোষে না, রাজ কর্ম্মচারিগণের অমনো যোগে। বিডন সাহেব লেফটেনেণ্ট গবরণর না হইয়া গ্রেসাহেব যদি সে সময় বাঙ্গলায় থাকিতেন, তবে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের এত প্রাদুর্ভাব হইতনা। জেলায় এক এক জন মাজিষ্ট্রেটের কত বিষয় রিপোর্ট করিতে হয়, কত অনুসন্ধান করিতে হয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন, তিনি জানেন যে গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কত আগ্রহ। কিন্তু যে রাজ শাসন প্রণালীর প্রকৃতি এই রূপ, তাহার পক্ষে গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাগণের বর্ত্তমান মনের ভাব কি তাহার অনুসন্ধান ও প্রতিবিধান না করা আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা মফস্বলে থাকি, এসম্বন্ধে অনেক অপেক্ষা আমাদের জানিবার অধিক সম্ভাবনা এবং প্রজাগণের যে রূপ ভাব দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয় গবর্ণমেণ্টের উপর ক্রমেই তাহাদের আস্থা কমিতেছে। এদেশীয় শিক্ষিত যুবক গণের সঙ্গে ইংরাজ গণের অমিল ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহার উপর প্রজাবর্গের যদি বিরাগ জন্মে তবে সে নিতান্ত সুখের বিষয় নয়। রাজ পুরুষেরা সম্ভবতঃ নিজের শারীরিক ও মানসিক শক্তির সাহসে নির্ব্বিঘ্নে রহিয়াছেন কিন্তু প্রজাকে করায়ত্তে রাখা অপেক্ষা রাজার আরও গুরুতর সুখের বিষয় আছে এবং রাজায় প্রজায় এরূপ অসৌহৃদ্য থাকিলে উভয়েরই কষ্ট। ইংরাজেরা এদেশ সত্বর পরিত্যাগ করিয়া যদি প্রস্থান করেন, তবে আমাদের ভাল বাসা আর অভালবাসাকে উপেক্ষা করিলে ক্ষতি থাকিতনা, কিন্তু যে স্থলে তাহারা এখানে থাকিবেন ইচ্ছা আছে, সেখানে নিষ্কণ্টকে থাকা উভয় পক্ষের প্রার্থনীয়। রাজ পুরুষ গণ হাজারই প্রবল হন, দেশীয় গণের শক্তিটী স্বাভাবিক. স্বাভাবিক শক্তির প্রতিরোধ করিলে অনৈসর্গিক ঘটনা হবেই। বিধাতা তাহাদের হস্তে ভারতবর্ষের ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেটী যথাবিধ তাহাদের সমাধা করা কর্ত্তব্য। ফল এবিষয় দিন দিন যে রূপ অসৌহৃদ্য বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে রাজ পুরুষগণের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত না। পূর্ব্বে যদি তাচ্ছিল্য না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সিপাহি যুদ্ধ হইতনা এবং এক্ষণ অমনোযোগ করিলে কে জানে শেষে অনুতাপ করিতে হয় কি না।

A correspondent complains that the committee of the Rungpore education meeting slighted the Teachers of the English schools.

When we intended to support the assertions of Babu Keshub Chundra sen by facts recorded and attsted by Europeans only, we did not know what a Herculean task we had taken upon ourselves. When a school boy, we once tried to ascertain the species of ants that are to be commonly met wth, but we gave up the task in despair when after 15 minutcs search, one hundred and twenty-five species were gathered. However if Keshub Babu wants facts, we can safely promise him as many as will convince the most sceptical. We shall here give only two instances which were recorded last week, the first of which we copy from a morning and the second from our Serampore contemporary, both enjoying the unenviable reputation of being inveterate Native-haters

At the Alipore Sessions Court, on the 5th instant, S. Wauchope Esq., the presiding judge, convicted and sentenced Mr. Charles Blacquiere, of Entally, te six months and a native to one years rigorous imprisonment for having caused, and assisted each other in causing, grievous hurt to a native by severely wounding him on the head with a stick. In this expedition he was armed with a stick and accompanied by some followers, The defendants fell on and belaboured the man till they had so severely injured him as to necessitate his removal to hospital, where he subsequently died from an abscess on the brain, the result of a blow which had been inflicted on his head. *Daily Examiner.*

—Dr. Norman Macleod concludes his Peeps at the Far East in *Good Words* and remarks. " A native servant, apparently in the attitude of salaaming, approached a vulgar-looking person who had been pointed out to me as a European engaged in some mercantile business in Delhi. The miscreant gave the native a severe blow on the face with his fist, which drew blood; the poor creature bent down covering his face as if in pain, when a kick was administered, which reached his chest, and sent him of with a scream of agony No one seemed to take the slightest notice. I shouted out, " You brute " but the train moved off, and my voice was lost in the din. There was much of India,s past history, and of the revolt of India, revealed in the brief scene. May such fellows be extirpated from the land ! " *Friend of India*

THE CESS—The three questions that ought to have been raised and fully discussed are (1) whether Government can at all levy a cess in Bengal where the land Revenue is permanently settled, (2) whether considering the Imperial Revenue and expenditure of Bengal a cess is necessary in that province, and (3) if necessary are the people in a condition to pay it. His grace touches the first point and is of opinion that as a class the Zemindars can be exempted, but not taxed. The Imamdars with a permanent settlement are taxed under the Bombay Act, and the Zeminders have not been exempted from the Income Tax. This in effect is the argument of the State Secretary and he has consoled the Zeminders with the assurance that they have nothing to be sorry for, for not only they but their other countrymen will be taxed also. His grace does not stoop to discuss whether the Bombay Act taxing the Imamdars or Mr Wilson's Income Tax were on principle unjust or not. He is of opinion since the Zemindars once paid a tax, unjust or just matters little, they have no right to grumble now. He does not admit that the Zemindars deserve thanks for the readiness

with which like loyal subjects they paid a tax, which they knew they could have justly withheld from paying at a time when the Government was on the verge of bankruptcy, on the contrary he thinks it no way dishonorable to take advantage of their thoughtlessness to impose a second tax. Notwithstanding all these, His Grace is fully alive to the importance of keeping the solemn Covenant with the Zemindars intact and his letter breathes the same spirit all along. The Zemindars have not a sincerer friend than the Duke, he contemplates with horror any act that is calculated to encroach upon their rights but as a proof of his friendship he tax es them and objects not to their paying an Income Tax, an Education Tax, a Road Tax, and other Taxes that may be imposed in future.

So much for the first, now to the second, which is whether a cess is necessary in this Province. The possiblity of such question, it seems, did not occur to the state secretary, His grace was quite satisfied that the levying of a cess involves no breach of faith and he forthwith directs Government to levy it at once. It has been urged often and often that Bengal pays more than she spends, that her resources and Revenue are squandered away for the benefit of other poorer Provinces, that had she been left to herself, she conld have with the greatest ease constructed all the roads and established all the schools she needed, that before the levying of a cess, there ought to be first of all a decentralization of Finance; but all these His grace thinks as unimportant matters. The levying of a cess involves no breach of faith and therefore it ought to be levied.

The third point His Grace thinks he has nothing to do with. That is the business of the poor Lieutenant Governor. Perhaps the State Secretary will tell you that as a resident of England he knows nothing of the condition of the people of Bengal, he can direct to levy a tax and it is the duty of the Local Authorities to obey him. After all the Despatch of the State Secretary is an admirable, politic and curious document. Conciliatory in its tone, as every Despatch which contains such unwholesome news ought to be, it is calculated to take away a part of the poison from the sting. It shuts the the mouth of the most clamorous, troublesome, and powerful class. It admits the justice of securing the cooperation of the people in spending the Local Tax, though at the next sentence it doubts whether sufficiently intelligent Natives could be found amongst us. Thus it admits a principle for which the Natives have been praying long and loud, but they must learn to be more intelligent before they can be entrusted with such responsible duties. The Municipal Act laid out similar hopes, it was framed to teach the people self-government, but alas! the Natives were too dull to benefit by it. Even in Calcutta the Government does not find more than two or three dozens of intelligent men capable of sitting as Municipal Commissioners. It is for this defective mental organization of the Natives that they are zealously and strictly kept aside from exercising any authority in municipalities whether in large cities or Distr ict towns. To be serious, we must frankly admit with the experience of the workining of Bengal municipalities we believe Government will be more inclined to lay stress on the latter part of the sentence, where His grace doubts the ability of the Natives to sit as cess commisioners than where he admits the justice of securing the co-operation and voice of the people.

But after all, what have we to do with the conciliatory tone of the Despatch? Tax is tax, whether it is imposed by a polite minister like the Duke of Argyll, or an impudent Financier like Mr Temple. Municipalities abstractedly considered are very good things but Bengal municipalities have become odious to the people. The genius of British or rather British India Financiering, is to keep the people always overtaxed, and to seek a deficit rather than a surplus, and our municipalities have fairly caught the fire. The groaning tax payers have no other recourse left but to leave their homestead, a most painful thing for a Hindoo. The municipal tax is the cess in miniature. The rate of the cess has not been fixed, and the state secretary wishes the India Government to introduce in the beginning the thin end of the wedge. At least, we must always remain prepared for one thing. The rate shall never be reduced but gradually increased.

We admit the necessity of good roads. We admit the necessity of establishing vernacular schools, but we admit also the necessity of extensive canals and Railways. Why do not attempt to dig canals, lay out Railways if you have no concern with the condition of the people from whom you wish to collect the necessary funds? A famished population will first of all need a cart of grain than a road to export it. Alas for the poor people of Bengal! Most of them even are not aware of the thunderbolt which an individual residing at a distance of ten thousand miles have discharged at them.

The Zeminders have taken the despatch as a triumph of the British Indian Association. A triumph indeed! They can now triumphantly point out to the people that it is not they alone that are going to be taxed. They seem to have perfectly appreciated the consolation held out to them by the State Secretary. They would have fretted, grumbled, raised a hue and cry, if the peple in general had been exempted, but now that all their countrymen have been condemned, they are perfectly satisfied. This is indeed patriotism! Fie on you idlers and vampires! If the people feed you, it is for you to protect them. If the people enrich you, it is for you to spend a portion of it to protect their rights. Bengal has become the Bramhin's cow of the Indian Government; If she is to be saved from further persecutions let an effort be made to decentralize the Finances. The education policy, the cess, the Income Tax, the Permanent Settlement, all hinge on this point and our wealthier countrymen if they wish to save themselves and their country must make a strennous effort to gaurd themselves from the unjust and grasping encroachments of the India Government. We shall shortly resume.

স্থানীয় কর ও বঙ্গদেশ।

ষ্টেটসেক্রেটারির পত্রানুসারে বাঙ্গলায় আপাতত রথ্যা এবং ক্রম শিক্ষাকর সংস্থাপিত হইবে। ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের সংগৃহীত রাজস্ব রাজকীয় সাধারণ ব্যয়ে নিঃশেষ হয়, প্রজার উন্নতির নিমিত্ত, বর্ত্ম নির্ম্মাণ শিক্ষাদান কি অন্য কোন শুভ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত টাকায় কুলায় না। এই অভাবটী নিরাকরণ উদ্দেশে ডিউক অব আরগাইল·

এই কর দুইটীর প্রসঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার যে রূপ অভিপ্রায়, তাহাতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার উৎকর্ষের কোন সাক্ষাৎ ভার গ্রহণ করিবেন না। রাজ্য শাসন, শান্ত রক্ষা, বিচার প্রভৃতি রাজ্যের নিতান্ত কর্ত্তব্য ব্যতীত আর যখন যে কোন বিষয়ে ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে তাহা স্থানীয় কর দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই, মধ্য ভারতবর্ষীয় প্রদেশে এরূপ কর প্রচলিত আছে এবং বাঙ্গলায় এই করটী প্রবর্ত্তিত করা ষ্টেট সেক্রেটারির প্রধান উদ্দেশ্য। চিরস্থায়ী বন্দ বস্ত দ্বারা বাঙ্গলায় স্থাবর সম্পত্তির উপর নির্দ্ধারিত রাজস্ব ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট আর কোন কর বসাইতে পারেন কি না এতর্কের নিমিত্ত এত কাল বাঙ্গালায় এ কর প্রচলিত হয় নাই। ষ্টেট সেক্রেটরির বিবেচনায়, এতর্কটী কোন কার্য্যের না, জমিদারেরা ইন কমট্যাকস যখন দিতেছেন তখন আবার সে বিষয়ে আপত্তি কি? ফল জমিদারেরা কর দিতে ন্যায্য মত বাধ্য হন, দিউন, কিন্তু বাঙ্গলায় আর করের প্রয়োজন কি?

ইংরাজেরা যখন সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গলায় রাজ্য সংস্থাপন করেন, তখন বাঙ্গালিরা সম্পূর্ণ সাহায্য করে এবং এক রূপ বিনা ব্যয়ে বিনা রক্ত পতনে বাঙ্গলা অধিকৃত হয়। এদেশ তাহাদের রাজ্য বিস্তারের ভিত্তি ভূমি এবং এখান হইতে তাহারা এ সুদীর্ঘ রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দিগ্বিজয়ে আমরা যথা সাধ্য অর্থ গত ও অন্যবিধ সাহায্য করিয়াছি। অতএব ইণ্ডীয়ায় যে এত ব্যয় ও ঋণ হইয়াছে তাহার যদি কোন অংশ আমাদের নিমিত্ত হইয়া থাকে তাহার অনেক গুণ অর্থ তাহারা এখান হইতে গ্রহণ করিয়াছেন. কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গলা কর্ত্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত ব্যতীত গবর্ণমেণ্ট কখনই ক্ষতি গ্রস্থ হন নাই। অন্যান্য রাজ্য অধিকার কালে, সুদ্ধ এদেশের অর্থ ও বল ব্যবহৃত হয় নাই, অধিকার হইতে এ কাল পর্য্যন্ত অনেক রাজ্য বাঙ্গলার অর্থে পোষণ হইতেছে।

ভারতবর্ষ যদি ইংরাজ অধিকৃত না হইত তবে সম্ভবতঃ বাঙ্গলা, মান্দ্রাস, বোম্বাই, পঞ্জাব প্রভৃতির আয় ব্যয় সম্বন্ধে পরস্পর কোন সম্বন্ধ থাকিতনা। তাহারা এই সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক রাজ্য নিচয় বাহুবলে এক সুত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ তাঁহাদের শাসনে যে রূপ অবয়ব বিশিষ্ট হইয়াছে সেটী এক রূপ বিজাতীয় এবং রাজ পুরুষগণের ইচ্ছা তাহারা এ বিজাতীয় শরীর এক শোণিতে পোষণ করেন। যদি কাহারও এমন শক্তি থাকিত, আর হস্তি, সিংহ, ইন্দুর, কুম্ভির প্রভৃতি নানা জাতীয় জীব প্রভৃতি সমষ্টি দ্বারা একটী নূতন প্রাণী প্রস্তুত করিতেন তাহা হইলেও ভারতবর্ষ অপেক্ষা সেটী অদ্ভুত হইতনা। ইহার সহস্র দোষের মধ্যে একটী প্রধান দোষ এই যে, ইহা কর্ত্তৃক সকলের প্রতি সমান যত্ন দেখান অসম্ভব, বিশেষ ইহাতে একের ন্যায্য স্বত্ব হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া অনেক সময় অপরকে প্রতিপালন করিতে হয়।

বাঙ্গলায় ইংরাজ অধিকার অবধি প্রচুর রাজস্ব সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে অর্থ উৎপন্ন হয়, বাঙ্গলায় তাহার প্রায় তৃতীয় ংশ উঠে এবং বাঙ্গলায় যত রাজস্ব আদায় হয় তাহার তৃতীয়াংশের ও কম এখানে পর্য্যবসিত হয়। বক্রী টাকা দ্বারা আমরা ব্রীটেনীয় অন্যান্য রাজ্য প্রতিপালন করি, সৈনিক ব্যয় যদি কিছু মাত্র বঙ্গদেশের নিমিত্ত পড়ে তবে সে অতি সামান্য হওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গালির মত নিরীহ ও রাজ ভক্ত প্রজাকে শাসন করিতে সাঙ্গিয়ান কি বন্দুকের প্রয়োজন করে না, পুর্ত্ত বিভাগেও এখানে সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয় হয়। গত বৎসর পুর্ত্তকার্য্যে মান্দ্রাস হইতে ৪৭৬১১০ টাকা ও বোম্বাই হইতে ৬৫৪৫০ টাকা কম বাঙ্গালায় ব্যয় পড়ে শিক্ষা সম্বন্ধে বটে এখানে কিছু অধিক ব্যয় হয় কিন্তু সে এত কম অর্থ যে তাহা গণ্য গণার মধ্যে ধরা যায় না এবং তাহাও উঠাইয়া দেওয়ার সংকল্প হইয়াছে, অথচ বাঙ্গলা সর্ব্বাপেক্ষা আয়াতনে বৃহৎ।

গত ৩ শ্রাবণের সোমপ্রকাশে এই সম্বাদটি লেখা হয়:—

—সম্প্রতি মূলতানের একটী কুপ হঠাৎ বসিয়া যাওয়াতে এক জন ভিস্তি জীবিতাবস্থায় সমাহিত হইবার উপক্রম হয়॥ এমত সময়ে তত্রত্য কান্টোনমেনট মাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন কলেটস লম্ফ দিয়া কুপ মধ্যে পতিত হইয়া ভিস্তির উদ্ধার করিয়াছেন॥ উচ্চ শ্রেণির ইউরোপীয়েরা যে আমাদিগের শারীরিক যন্ত্রণা দেখিয়া আহ্লাদিত হন না ইহা তাহার অন্যতর উদাহরণ॥

একজন সাহেব ভদ্র, এই নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যে অভদ্র নাই, এ সোমপ্রকাশী তর্ক। গিলিপসি সাহেব বলাৎকার করিয়া একটী বালিকার প্রাণধ্বংশ করেন, অতএব এ হিসাবে আমরা ইংরাজ মাত্রকে পশু বলিতে পারি। এ হিসাবে গ্রাণ্ট সাহেব ভাল, অতএব হ্যালিডে সাহেবও ভাল, চ্যাপম্যান সাহেব মন্দ অতএব লসিংটন সাহেবও মন্দ। ৭৬ সনের ৮ই আষাঢ় তারিখে সম্পাদক চোয়াডাঙ্গার আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্টেট সম্বন্ধে প্রস্তাব ইহাই বলিয়া শেষ করেন "এই বৃত্তান্তটি আমরা হিন্দু পেট্রিয়ট হইতে লইলাম। কোন আইনানুসারে এই দণ্ডটী হইয়াছে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। নির্ব্বোধ উষ্ণ শোণিত মাজিষ্ট্রেটকে ফৌজদারিতে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। এই তাঁহার কার্য্যটী কেবল বিচারের ভ্রম নহে, ইহা প্রকাশ্য অত্যাচার।,, এই মুলতানের মাজিষ্ট্রেটে ও চুয়াডাঙ্গার মজিষ্ট্রেটে কাটা কাটী হইয়া গেল। এখন তিনি গোটা দুই চাপান লউন। ৭৬ সালের ১৯ শ্রাবণে তিনি বলেন "জন মাকাডী নামক এক জন জাহাজের আফিসর এক জন কুলিকে প্রহার করিয়া গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করাতে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।,, ঐসালের কার্ত্তিক মাসের সোমপ্রকাশে সম্বাদ স্তম্ভে লেখা আছে" ফিরাজ পুরে মেজর গ্রাস নামক যে আফিসর একটী এতদ্দেশীয় বালিকাকে বলাৎকার করিয়া বধ করেন, তিনি পঞ্জারের প্রধান আদালতে মুক্ত হইয়াছেন।,, ঐ সালের ১২ই শ্রাবণে আবার তিনি লিখেন "হেনরি স্কডমোর ডেবিস এক ব্যক্তিকে সুন্দর বনে আত্যান্তিক প্রহার করিয়া বধ করে। যশোহরের মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেসিয়নে অর্পণ করেন। আড বোকেট জেনারেল কাগজ পত্র পাঠ করিয়া বলেন বন্দী যে দোষী তাহার কোন প্রমাণ নাই। ঐ ব্যক্তি মুক্ত হইয়াছে। মারি ভয়াদির ন্যায় ইউরোপীয় প্রহার এ দেশীয় দিগের মৃত্যুর একটী কারণ হইয়া উঠিল।,, এই মারি ভয়ের কথা কেশব বাবু উল্লেখ করায় উহা সারিয়া গিয়াছে। সোম প্রকাশ সম্পাদক একটু ভয় পাওয়াতে উহা সারিয়া গিয়াছে। সোম প্রকাশ সম্পাদককে ডেলিনিউজ ও ফ্রেণ্ড একটু প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতেও সারিয়া গিয়াছে।

বাবু আনন্দ মোহন বসু দুই মাস হইল কেম্ব্রিজ কলেজে প্রবেশ করেন। সম্প্রতি তাহাদের একটী পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং তিনি অঙ্ক শাস্ত্রে সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন। আনন্দ বাবু প্রথম বাঙ্গালা স্কুলে পড়েন এবং সেখানে পরীক্ষা দিয়া সর্ব্ব প্রথম ৪ টাকা করিয়া ছাত্র বৃত্তি পান। তাহার পর এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় তৃতীয় হন। ফাষ্ট আর্টে সর্ব্ব প্রথম ও ৩০ টাকা স্কলার্শিপ পান, বিএতে সর্ব্ব প্রথম হইয়া ১০০ টাকা স্কলার্শিপ পান, এ মেতেও সর্ব্ব প্রথম হন। প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের ষ্টুডেণ্টসিপ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়া ১০ হাজার টাকা স্কলার্শিপ পান, এবং সম্প্রতি কেম্ব্রিজে গণিতে সর্ব্ব প্রথম হইয়া বৎসর ৫০০ টাকা স্কলার্শিপ পাইয়াছেন। আনন্দ মোহন বাবুর বয়স ২৩ বৎসর, ইহার মধ্যে তিনি কেবল ছাত্র বৃত্তি দ্বারা প্রায় ১৩ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্য মেডেল ও অনেক পুস্তক ও পারিতোষিক পাইয়াছেন।

সংবাদ বলি।

—কোলাপুরের রাজা গত মাসে বিলাতে গিয়াছেন। ইহার সঙ্গে ক্যাপ্টেন ওয়েষ্ট অভিভাবক হইয়া গিয়াছেন॥ ইনি ইংরাজি উত্তম জানেন॥

—ডেলি একজামিনারে সিমলা হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে গবরণর জিনারেলের সভাসদ গণের মধ্যে গোলযোগের কথা ইংলিশ ম্যান লিখেনসে বিষয় এখানেও একটী জনরব উঠিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে ফ্রেচী সাহেব পদ পরিত্যাগের আবেদন করিয়াছেন এবং গবরণর জিনারেল সমুদয় বিষয় ষ্টেট সেক্রেটরির বিবেচনার নিমিত্ত তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

—ইউরোপে আবার সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে॥ প্রসিয়ার রাজার এক পুত্রকে তিনি স্পেনির রাজা করিবার ইচ্ছা করেন। ফ্রান্সের সম্রাট তাহাতে অসম্মত হন, প্রসিয়ার রাজা ফ্রান্সের সম্রাটের দূতকে অপমান করেন, এই নিমিত্ত পুরুসিয়ায় ও ফ্রান্সে যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে॥ ফ্রান্সের সম্রাট যুদ্ধের আয়োজন করিবার উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন॥ ফ্রান্সের সঙ্গে আর চিন দেশের সঙ্গেও যুদ্ধের কথা হইতেছে॥ ২১ জুন তারিখে পিকিনে অনেক গুলি চিন দেশীয় বদমাইস ফারাশি সম্ভ্রান্ত রাজ কর্ম্মচারিও পাদরি গণকে বধ করিয়া তাহাদের একটী গিরিজা ভস্মসাৎ করিয়াছে॥

—এখানকার পাদরি সাহেবেরা উচ্চতর শিক্ষার প্রতিকুলে ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট এক খণ্ড আবেদন পাঠাইতেছেন॥ উচ্চতর শিক্ষা সাহেব মাত্রেরই স্বার্থের পথে কন্টক স্বরূপ হইয়াছে। পাদরিরে দেখিতেছেন যে দেশে উচ্চতর শিক্ষা যত বৃদ্ধি হইতেছে তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারের তত প্রতি বন্ধকতা হইতেছে এবং দেশের লোককে আবার মুখ স্থূল বুদ্ধি করিতে না পারিলে আর তাহাদের এদেশে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার চলে না, তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ উঠিয়া গেলে তাহাদের উচ্চতর শিক্ষা বিষয়ে এক চাটীয়া হইবে॥

—ষ্টেট সেক্রেটরি আদেশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারি গণের কাগজ, কলম, বহি প্রভৃতি প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টর তাহা সেক্রেটরির নিকট চাহিয়া পাঠাইতে হইবে, তিনি কামশন গ্রহণ পুর্ব্বক সে সমুদয় দ্রব্য বিলাত হইতে যোগাইবেন॥ ডিউক আরগাইল এমন্দ বিবেচনা করেন নাই, তিনি এরূপ আর দুই চারিটী দ্রব্যের দোকান খুলিয়া বসুন তাহারও কর্ম্মের সুবিধা, আমরাও তাহার হাত হইতে নিস্তার পাই॥

—মফঃসলাইটে দেখা গেল. ইণ্ডোরে ভয়ানক জল প্লাবন হইয়াছে॥ বিগত ২১ জুনে চারিটীর সময় নদী স্ফীত হইয়া নদীর তীরস্থ গৃহের মধ্যে জল প্রবেশ করে এবং জলে কতক গৃহ একেবারে ভাষাইয়া লইয়া যায়, কতক পতিত হইয়াছে॥ সকলে অনুমান করিতেছে যে চারিশত প্রাণীর অধিক জল কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে॥ দ্রব্যাদিরও বিস্তর অনিষ্ট হইয়াছে॥

—যে সমুদয় নাবিকেরা কি জালিয়ারা জাহাজ ডুবিয়া বিপদাপন্ন হয়, তাহাদের সাহায্যার্থে রয়েল বেনেবলেণ্ট সোশাইটি নামক একটী সমাজ গৃহ আছে, তাহার সাম্বৎসরিক সভাতে নিদ্ধারিত হয় যে গত বৎসর এই সভা কর্ত্তৃক দেশীয় ও বিদেশীয় ৭৫১৭ জন জল মগ্ন ব্যক্তি, ৪২৮ জন জালিয়ার ও নাবিকগণের অনাথিনী বিধবা স্ত্রী ও অনাথ সন্তান সাহায্য প্রাপ্ত হয়॥ ৪৯৭১ জন নাবিক প্রত্যেকে স্বইচ্ছায় বার্ষিক দেড় টাকা করিয়া চাঁদা দান করে এবং সভাতে গত বৎসর ২৭৫৭৩ টাকা আয় হয়॥

—কপুরতলার ও পাতিয়ালার মহারাজা উভয়ে ইংলণ্ডে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন॥

—পাতিলিয়ার মহারাজা সিমলা স্কুল গৃহ নির্ম্মাণার্থে ৭০০০ এবং দিল্লির শিক্ষযত্রী নিবাস নির্ম্মাণার্থে ৩০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—বারানসীর কুইনস কলেজের প্রিন্সিপেলের উদ্যোগে সেখানে আইন শিক্ষার নিমিত্ত একজন অধ্যাপক নিযক্তের সংকল্প হইতেছে। কলেজের অধ্যক্ষ চাঁদা দ্বারা ১০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট তিনি আর একশত টাকার সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

—গঙ্গায় টাকশালের ঘাটের নিকট শীবরেরা জাল দ্বারা একটী বৃহত হাঙ্গর ধরিয়াছে।

—রুসিয়রা ক্রমে আশিয়ার পূর্ব্বে আসিতেছে। খাবগিসেরা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠে। সম্প্রতি তাহাদের শাসন করিবার নিমিত্ত তাহারা উদ্যোগ করিতেছে এবং রাজ বিদ্রোহীগণকে দমন করিয়া শেষে তাহারা খিবা আক্রমণ করিবে॥

—আমাদের দেশের আর এক জন সম্প্রতি বারিষ্টার হইয়াছেন। বাবু তারক নাথ পালিত গত ১০ জুনে এই পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন তারক বাবুর পিতামহ বড মানুষ ছিলেন, তাহার নিজের অবস্থা তত ভাল নয় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহিত্য ও ধর্ম্ম নীতি পড়িতেন, কিছু দিন মেডিকেল কলেজেও রসায়ন বিদ্যা অভ্যাস করেন। তাহার পর বিলাতে যান।

—এক জন পত্র প্রেরক নিম্ন লিখিত অত্যাচারটি আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু যে স্থানে এটি সংঘটীত হইতেছে, তাহার নাম দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন॥ আমরা ভরসা করি উক্ত স্থানের নামটি তিনি সত্বর পাঠাইবেন॥

"গত জুন মাসের ২রা তারিখের মিউনিছিপাল কমিটি হইতে এই আদেশ প্রকাশ হয় যে সহরস্থ তাবত খড়ের ঘরের পরিবর্ত্তে খোলার ঘর করিতে হইবে॥ সহরস্থ আপামর সাধারণ মিলিয়া তাহা করিলে অসুবিধা হইবে বলিয়া আপত্তির দরখাস্ত চেয়ার ম্যানের নিকট দেয়, তাহাতেও নিবারণ হয় না, এবং আদেশ হয় যে আগামী ১৮১ জানুয়ারিতে খোলার ঘর করিতেই হইবে॥ মহাশয়! কোথায় সে জানুয়ারি, এক্ষণ, এই বরষা কাল দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে ঘর উঠাইতে না দেওয়াতে যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা লিখিয়া জানান যায় না॥ সহরে অনুমান ৮॥ ১০ টি কোটা ও পাচির পতিত হইয়াছে, কেহ২ উক্ত রূপ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া নূতন গৃহাদি উঠাইয়া ছিলেন, সাহেব মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া কাহার ৫০ কাহার ২০ ইত্যাদি জরিমানা করিয়াছেন, দোকানদারেরা দোকান ঘরের বারাণ্ডাতে জিনীস সাজাইয়া রাখাতে কাহার ২॥ ৪॥৫ ইত্যাদি জরিমানা হইতেছে, মহাশয় এত অত্যাচার হইতেছে যে বোধ হয় শীঘ্রই সহরটি ভগ্ন দশাগ্রস্ত হইবে॥ যাহা কর্ত্তব্য তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই, রাস্তার মধ্যে বৃষ্টির জলে স্থানে২ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং নর্দ্দমার মুহরি সকল বন্ধ থাকাতে জল বদ্ধ হইয়া লোকের প্রাচির কোঠা পড়িয়া যাইতেছে, এবং সেই জল পচিয়া লোকের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহার প্রতি একটুও দৃষ্টিপাত নাই, কেবল লোকের অনিষ্ট হইবে তাহাই শ্রেয় কল্প।"

—ঢাকায় বাবু ঈশ্বর চন্দ্র রায় একটি চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত ৪ হাজার এবং পাকা রাস্তার নিমিত্ত এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এসোসিয়েশনের গত অধিবেশনে ডাক্তার গোলডষ্টকার, বিচারপতিরা হিন্দু আইন সম্বন্ধে যে ভারি গোলযোগ করেন তদ্বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন॥ তিনি বলেন ইহারা দায় ভাগের কিছু বুঝেন না॥ বিবাহের সঙ্গে এবং ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু দিগের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে তাহা ভারত বর্ষিয় কি প্রিবি কাউন্সেলের বিচার পতিরা বুঝেন না কিন্তু ইহাতে তাহাদের কোন দোষ দেখা যায় না কারণ এ সম্বন্ধে তাহাদের যে সমুদয় পাঠ্য পুস্তক আছে তাহাতে অনেক ভুল॥

—লর্ড কোর্ণওয়ালিস নিয়ম করেন যে জমিদারির উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত জমিদারেরা টাকা চাহিলে গবর্ণমেণ্ট অল্প সুধে টাকা কর্জ্জ দিবেন॥ এ নিয়মটি অতি সুন্দর কিন্তু এদেশের জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের এই অনুগ্রহ দ্বারা কখনই উপকৃত হন নাই॥ সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়টি সজীব করিবার অভিপ্রায়ে উত্থাপন ও উহা কি প্রণালীতে প্রচলিত হইলে কার্য্যকারী হইবে তদ্বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছেন॥

—আমরা হিন্দু পেট্রিয়টে পাঠে একটী ভয়ানক হত্যা কাণ্ডের বিষয় অবগত হইলাম॥ বারাশাত সব ডিবিশন বামন মুড়া গ্রামে কালিদাস বসু নামক এক জন সম্ভ্রান্ত লোক বাস করিতেন॥ তিনি পারিবারিক অনেক কষ্ট সহ্য করেন॥ তিনি প্রায় গৃহে অবস্থিতি করিতেন তাএকটী কন্যা ও শিশু পুত্র ছিল তাহাই লালন পালন করিয়া কাল যাপন করিতেন॥ গত ৬ জুলাই বুধবারে সকালে তাহার পুত্রটী কোথায় গিয়াছে, ইহার মধ্যে দুই জন বদমাইস আসিয়া তাহার মাথায় বাড়ী মারে এবং তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পতিত হইলে ঘরের কোনে খড় ছিল সেখানে তাহাকে মারিয়া রাখিয়া যায়। খানিক পরে তাহার পুত্র বাটী আসিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করে এবং তল্লাস করিতে২ তাহার মৃতদেহ খড়ের নিম্নে দেখে। বালক চিৎকার করিয়া উঠে এবং নিকটস্থ লোক জন সেখানে আসিয়া তাহাকে হাঁস পাতালে লইয়া যায়। কালিদাস তখন ও একটু একটু জীবিত ছিলেন কিন্তু বাক্য রোধ হয়া গিয়াছিল। তাহার কাছে খুনের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কেবল দুইটী অঙ্গুলি দেখাইলেন। খানিক পরে তাহার মৃত্যু হইল। পোলিসে সন্দেহ করিয়া ভুট বাগ্দি নামক এক ব্যক্তিকে ধরে এবং সে স্বীকার পাইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে আর একজন যে ছিল তাহার নাম করিয়া দিয়াছে।

লক্ষ্মণ বর্জ্জন নাটক।

শ্রীশ্রীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত।

আরমেন গ্রন্থকারেরা কহিয়াছেন, যত প্রকার রচনা আছে, নাটকের ন্যায় কিছুই কঠিন নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, নাটকে "ঘটকালি" নাই। নায়ক, নায়িকা প্রভৃতির চরিত্র ইত্যাদি তাঁহাদের নিজের স্বমতায় প্রকাশ করিতে হইবে। আবার নাটকের মধ্যে শোক সুচক নাটক রচনা আরো কঠিন। এই শ্রেণীর কাব্য লিখিতে শ্রোতা ও দর্শকদিগের মনে কষ্ট, ক্ষোভ, এবং ভয়ের উদয় যাহাতে হয় তাহার প্রতি লেখকের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যিনি শ্রোতৃ বর্গকে যত পরিমাণে কাঁদাইতে পারিবেন, তিনি তত শ্রেষ্ঠ লেখক। হত্যা, লুণ্ঠন, যুদ্ধ মৃত্যু প্রভৃতি ভয়াবহ ও শোকোদ্দীপক কাণ্ড গুলি ইহার বিভাব। নাটকারককে অন্ততঃ এই কএকটি বিষয়ের প্রতি নিতান্ত দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১ মতঃ। একটী স্থির উদ্দেশ্য সাধন।

২ য়তঃ। উপাখ্যানের বিচিত্র ও অদ্ভুত গ্রন্থন॥

৩ য়তঃ। নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তি গণের চরিত্র ক্রমশঃ বিকাশ॥

৪ র্থতঃ॥ ব্যক্তি অনুসারে ভাষা॥

৫ মতঃ॥ মূল উদ্দেশ্যের বিকাশ॥

একটী নিয়মানুসারে আমরা প্রস্তাবিত গ্রন্থ খানি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম॥ নিবিষ্ট মনে পাঠ করিয়া আমাদের মনে যেরূপ লাগিয়াছে, তাহাই বলিব, নিন্দা কি প্রশংসা হয় আমাদের হাত নাই॥

১ মতঃ॥ এই গ্রন্থ খানির মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্মণের ভ্রাতৃ ভক্তি প্রদর্শন ও শোকোদ্দীপন॥ তৎ সঙ্গে সঙ্গে রামের ভ্রাতৃ স্নেহ, সত্যব্রততা, সুশাসন প্রভৃতি॥ আনুসঙ্গিক উদ্দেশ্য সাধনে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ না হউন যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইয়াছেন, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যে বিশেষ সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না॥

২ য়তঃ॥ উপাখ্যান ভাগে বিশেষ চমৎকারীত্ব ও চাতুর্য্য দৃষ্ট হইল না॥ অতি সামান্য বিষয় লইয়া কেবল উদ্ভাবিকাশক্তি দ্বারা সুলেখকেরা উপাখ্যান মনোহর করেন॥ কিন্তু মস্ত একটি বিষয় লইয়াও গ্রন্থকার তাহা করিতে সমর্থ হন নাই॥ বরং বৈচিত্র সম্পাদন করিতে যাইয়া আবান্তক অনেক কথা বল হইয়াছে॥ আর একটী ভূল এত করিয়াছেন, যে বোধ হয় নাটক অভিনয় হইতে লেখক যেন কখনো দেখেন নাই॥

৩ য়তঃ॥ এইটি ভয়ানক কঠিন অংশ॥ কিন্তু ইহাতেও গ্রন্থকার সম্যক কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই॥ এই নাটকে দ্বার পাল, বন্দী প্রভৃতি ছাড়া দ্বাবিংশ জন প্রধান ব্যক্তি॥ তন্মধ্যে নায়ক যিনি তিনি ষষ্ঠাঙ্ক ব্যতীত সাক্ষি গোপাল মাত্র॥ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাকাল ও কালান্তক; বশিষ্ঠ ও ঋষ্য শৃঙ্গ; বিদ্যারত্ন ও তর্করত্ন; চন্দ্র লেখা, চিত্র লেখাও চম্পাকা; ইহাঁরা ক্রমে এক২ ছাঁচের গড়া॥ যদি কিছু বিশেষ থাকে, তবে দুর্গোৎসবের মধ্যে জয়াও বিজয়া মূর্ত্তির যেরূপ প্রভেদ, ঠিক সেই রূপঃ—এক জনে বাম হস্ত কটিতে রাখিয়া আর এক জনে দক্ষিণ হস্ত কটিতে রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন॥ নায়িকার চরিত্রও কেবল শেষ অঙ্কে একটু পরিস্ফুট হইয়াছে মাত্র॥ এই মাত্র হইলেও গুণের না হইলে দোষের হইত না॥ কিন্তু লেখক কোন কোন ব্যক্তির চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়াছেন॥ আমরা কেবল মাত্র স্থান দেখাইতেছি॥ যমের নাম ধর্ম্মরাজ॥ তাহার চরিত্র গম্ভীর শান্ত নরস ন্যায় পরতা প্রিয় হওয়া চাহি॥ কিন্তু লেখক রম্ভার সহিত আলাপ সময়ে তাহাকে একটী বেতর গোছের রসিক ও চপল করিয়াছেন॥ এ চরিত্র সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের প্রতি দিলেই এক দিন শোভা পাইত॥ সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে হলধর দুর্ব্বসা ও মাণ্ডবীর চরিত্র কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়াছে॥

৪র্থ॥ গ্রন্থের ভাষাটী মন্দ হয় নাই॥ স্থানে ২ মাটি হইয়াছে॥ তথাপি ইহাতে যদি কিছু প্রশংসা থাকে তবে সেটি ভাষা॥

৫ মতঃ॥ মূল উদ্দেশ্যের বিকাশ হইয়াছে॥ কিন্তু কতক গুলি অপ্রাসঙ্গিক বিষয় প্রবিষ্ট করিয়াছেন॥ উপাচার্য্য দিগের আলাপ, হলধরের ছেলের পেচোয় পাওয়া, প্রভৃতি দ্বারা উপাখ্যানের কোন উপাদেয়তা জন্মে নাই॥ বরং লক্ষ্মণের বিদায়ের পর পরিচারিকা দিগের আলাপ ইত্যাদি অনেক স্থান বিরক্তিকরই হইয়াছে বিদূষক আনাতে উদ্দেশ্যের কোন [illegible] হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে॥ লক্ষ্মণের বিদায় স্থান সুমধুর হইয়াছে॥ বিশেষতঃ উর্ম্মিলার নিকট বিদায়ের সময় আমরা অনেকচায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে॥ উপসংহারটিতে আমরা একেবারে নৈরাশ হইয়াছি॥ সঙ্গীত গুলি উত্তম হইয়াছে॥ লেখকের নম্রতা দেখিয়া আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি॥ সাধারণের পক্ষে ইহাঁকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য॥ ভবিষ্যতে ইহার সুলেখক হইবার সম্ভাবনা।

বিবিধ।

ষ্ট্রেচি সাহেব সেদিন সংবাদ কাগজ পত্র সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছেন, চক্ষু দিয়া দুই এক বিন্দু জল পড়িতেছে, চক্ষু ও নাসিকা প্রসারিত হইয়াছে, কপাল দিয়া ঘাম পড়িতেছে, টেবলের উপর চা শিতল হইয়া যাইতেছে। সম্মুখে চ্যাপমান সাহেব নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া চুরট টানিতেছেন, আর চা পাত্রের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে এক এক বার তাকাইতেছেন।

ষ্ট্রেচি। হা মেঃ চ্যাপমান, লোকেরে মুখ দেখাই কি করিয়া, টাকার অনটন হইয়াছে বলিয়া এত বাহাদুরি নিলাম, পৃথিবী ব্যাপিয়া জনরব তুলিলাম এখন দেখি কোথায় অনটন না উদ্বৃত্ত।

চ্যাপমান। জানে দাও দাম ভুড়ুসকো বাৎ।

ষ্ট্রেচ। তা বই কি, সেদিন আমরা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি শুনিয়া দেশ সমেত লোকে উৎসব আরম্ভ করিতেছিল। যাহারা লোকের এত অপ্রিয়, যাহাদের সুখ্যাতি এরূপে বিনষ্ট হইল তাহাদের মৃত্যু শ্রেয়, নিতান্ত পক্ষে আমাদের কর্ম্ম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

চ্যাপমান। সে তোমার ইচ্ছা! আমার আর কিছু কাল বাঁচিতে ইচ্ছাও আছে, আর কিছু কাল চাকুরী করিতেও ইচ্ছা আছে। (মনে মনে) তুমি মরো আর কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, একটী কর্ম্ম খালি হইবে, আমার উহা পাইবারি বিচিত্র কি আছে।

ষ্ট্রেচ। বটে! যাইত দুই জনে একেত্র হইয়া যাইব, আর আগে তুমি যাইবে। তুমিই ত এসমুদায় নষ্টের মূল: কি এক হিসাব আনিয়া আমাকে দেখাইলে, দেখাইয়া বলিলে যে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে, টাকার অনটন, আর আমি এরূপ নির্ব্বোধ যে সেই কথায় বিশ্বাস করিলাম।

চাপ॥ বিশ্বাস করিলে কেন? কেউ ত করে না।

টেম্পল সাহেব সম্প্রতি এই গানটী প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমার জনম পরের কাযে। সুখে খাবো বেড়াইব এত জ্বালা কি আমায় সাজে॥ লোকে শুনি গাল খায়, আমার পেটে ত আর ধরে না, আমি খাই আর ওগরাই, লোকে তবু ঠেসে পেটে দেয় মাঝে মাঝে॥

ব্যারাম হলি, বিপদ হলি লোকে তখন পাঁটা মানে। বিপদ তাদের মরণ পাঁটার এইত বিচার এইখানে॥ গবর্ণমেন্টের বিপদ হলো লডমেও আমায় ধরিল, আ ম ভাভ্যা করি, কেবা শুনে, আমার রক্তে ইনকম ট্যাকস পুজে॥

কলিকাতার সংবাদ॥

আইজ কালি ইংরাজি কাগজে বাঙ্গালি দের বড় গালা গালি আরম্ভ করিয়াছেন; অবশ্য যাহাদের হার পাড়, তাহারাই গালাগালি দেয়, কিন্তু তবু ইহার একটা পালটা দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে॥ আমাদের আর গালি দিতে রুচি নাই, বিরক্ত ও হইয়াছি, এখন কিছু কাল শিষ্ট শান্ত হইয়া চলিব স্থির করিয়াছি, তবে বলিতে পারি না। তবে এ পালটী গালির ভার কে লইবেন? কে এমন বীর পুরুষ আছেন, এই সময় অগ্রসর হউন। এখানে অতি গোপনে একটী পরামর্শ বলি॥ আমাদের আয় পুরাতন গালি দেওয়ায় ফল নাই, তাহা ঢের দেওয়া হইয়াছে। এখন কিছু নূতন২ গালির সৃষ্টি করিতে পারিলে ভাল হয়॥ বিবেচনা কর অমুক শাশুড়ে," কি "বউ ও" ইত্যাদি

সম্প্রতি "শেষ করের' আদেশ আসিয়াছে ইনকম ট্যাকস ছাড়া এটী নূতন কর। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, একি আমাদের করের শেষ, না শুদ্ধ 'শেষ কর॥' একা ইনকম ট্যাকসে শেষ করিল, তাহার পর আবার শেষ কর, ইহার পর আর পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ আরো কিছু আছে না কি?

পত্র প্রেরকের প্রতি।

অম্বিকাচরণ দত্ত, ধূবড়ী —লিখিয়াছেন যে একজন কনষ্টাবল একটী বন্য শুকর শিকার করিতে যায় বন্য শুকরের উপর যেমন গুলি করিতে গিয়াছে অমনি নিকটস্থ একটি ব্যাঘ্র আসিয়া কনষ্টাবলের ঘাড়ের উপর লম্ফ দিয়া পড়ে। অনেক লোকের সমাগম হওয়ায় ব্যাঘ্রটি পলায়ন করে। কনষ্টাবল হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে॥ জীবন সংশয়॥ ব্যাঘ্রটি ভারি উপদ্রব করিতেছে॥ সীকারী সাহেবেরা এদিকে একটু দৃষ্টি পাত করিবেন॥

শ্রীরামচন্দ্র ভৌমিক বগুড়া বলেন যে বগুড়া রেজিষ্টারী আফিসের আমলা বৈকুণ্ঠ চন্দ্র মজুমদারের বাটিতে দুটি ভেক ও এক সর্পে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত যুদ্ধ হয়॥ অবশেষে সর্প পরাজিত হইয়া পলায়ন করে॥

শ্রীদেবেন্দ্রলাল বাবু—মাপ করিবেন আপনার পত্র প্রকাশ করার যোগ্য নয়॥

কেষাচিৎ যথার্থ বাদিনাম, হাঘরিয়া বঙ্গ বিদ্যালয়টি স্থানীয় চান্দা অভাবে দুরবস্থা পন্ন হইয়াছিল, কিন্তু রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া ইহার সমুদায় ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং মাস চিত্রাদি স্বীয় অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া দিতেছেন॥ এই নিমিত্ত গ্রামবাসীরা সকৃতজ্ঞে উক্ত বিদ্যালয়টি রাজা প্রমথনাথ বঙ্গ বিদ্যালয় নামে বিখ্যাত করিয়াছেন॥ রাজা বাহাদুর আরো কয়েকটি ইংরেজী ও বঙ্গ বিদ্যালয় এবং চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রজা পুঞ্জের সমূহ উপকার করিতেছেন॥

মহাশয়।

এই প্রদেশে নদীতে কুম্ভিরের ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে। সংপ্রতি চন্দনী মহাল-গ্রামে একটী অঘেরা ঘাটে তিনটী স্ত্রীলোক পরস্পর কথা বার্ত্তা কহিয়া মাথা মুক্ত করিতেছিল। একটী ভীষণকার কুম্ভির তাহাদিগকে লেজের আঘাতে তিন জনকেই জলে ফেলিয়া একটী স্ত্রীকে মুখে করিয়া লইয়া যায়। অপর দুইটী স্ত্রীর একটীর হস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং আর একটী স্ত্রীর পৃষ্ঠে একটী গুরুতর আঘাতের চিহ্ন মাত্র রহিয়াছে।

সংপ্রতি এই ভৈরব নদীতে আর একটী নূতন হিংস্র প্রাণীর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। দৌলাতপুরের নিচেয় ভৈরব নদীতে স্নান করিতেছিল, এমত সময় দুইটী স্ত্রীকে কামটে (হাঙ্গর) কাটে। তাহাদিগের একটীকে এরূপ ভয়ানক ক্ষত করিয়াছিল যে, কোন মতেই রক্ত নিবারণ হয় না। পরে দৌলাত পুরের ডাক্তার শ্রীযুত বাবু প্রসন্ন কুমার সেন মহোদয় যত্নাতিশয় সহকারে উভয় স্ত্রীরই প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।

সেন হাটী } আপনার একান্ত বশম্বদ
কোন পাঠক।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু পার্ব্বতী চরণ দাস, পূর্ণিয়া, ৭৭ সালের মাঘর শেষ ৮

মাজিষ্ট্রেট সাহেব, যশোর ৭৭ সালের মাঘ .... ৫০ ..

সীতানাথ বন্দোপাধ্যায়, কুড়ল গাছি ৭৭ সালের মাঘের শেষ ৮

বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র বসু, কলিকাতা, ... ৫
বাবু শশী ভূষণ মজুমদার রাণাঘাট, ১
বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায়, কৃষ্ণনগর, ৭৭ সালের পৌষ ৮
মাজিষ্ট্রেট সাহেব, কৃষ্ণনগর, ৭৭ সালের বৈশাখ ৮
বাবু শ্রীনাথ দাস, কলিকাতা, ৭৭ সালের মাঘ ৮
মুন্সি জমিরদ্দিন, মাস খাওয়া গ্রাম ৭৮সালেরঅ যাঢ়..... .... ৮
বাবু রাম শঙ্কর সেন, রাণাঘাট, ৭৭ সালের মাঘ..... ... . ৮
বাবু গোপীনাথ বসু, কৃষ্ণনগর ৭৭ সালের মাঘ ৮
বাবু রাম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর, ৭৬সালের মাঘের শেষ ৮
বাবু গোপী কৃষ্ণ সিংহ, সদর পুর ৭ সালের আশ্বীন ৮
বাবু দীন বন্ধু বন্দোপাধ্যায়, বনগ্রাম ৭৭ সালের মাঘ ৮
বাবু লক্ষ্মী নারায়ণচন্দ্র, শ্রীহাটী ৭৭সালের পৌষের শেষ. ... . ৪॥

কর্ম্মখালি।

দমদম গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য। কর্ম্মকাঙ্খী গণের উত্তম সংস্কৃত ও কিছু ইংরেজী জানা চাই। বাবু গকুল চন্দ্র সিংহের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

আটীয়া সব ডিবিসনের অন্তর্গত জাম্বুভিস্কুলের নিমিত্ত তৃতীয় শিক্ষকের আবশ্যক, বেতন ৩০ টাকা। যাহারা এল, এ, পাস না করিয়াছেন তাহাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই। বাবু জনাথ বন্ধু গুহ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

হুগলীর অন্তঃপাতী বৈদ্যবাটীর ৮ ক্রোশ পশ্চিম পাঁচগাছিয়া বঙ্গবিদ্যালয়ের জন্য একজন পণ্ডিত আবশ্যক. বেতন ১৫ টাকা। যাহারা ইরাজী জানেন, তাঁহাদের আরও কিছু পাওয়া সম্ভব। নিম্নলিখিত ঠিকানা মতে আবেদন করিতে হইবে।

লা মালদহ
নিকচক পোষ্ট
আফিস খানপুর স্কুল } শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মা।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত রামপুর সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বীয় অসচ্চরিত্রত নিবন্ধন কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে উক্ত পদ শূন্য হইয়াছে। মাসিক বেতন ২০ টাকা। কর্ম্মকাঙ্খী গণ সত্বরে আবেদন করিবেন। যাহারা কোন নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই, তাঁহাদের আবেদন করা অনাবশ্যক।

সন ১৮৭০ সাল
তারিখ ৩০ জুন } শ্রীপ্যারীমোহন বসু স্কুল সমুহের ডেপুটী ইন স্পেক্টর বগুড়া।

লেখা।বধান।

জমিদার কি প্রজা, মহাজন কি খাতক ক্রেতা কি বিক্রেতা প্রভৃতি বিষয়ী লোক দলীল লিখিবার ত্রুটিতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন অতএব লেখা সম্পাদন বিষয়ক নিয়ম গুলি একত্র প্রকাশিত হইলে সাধারণের সুবিধা ও ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে রেজেষ্টরি ফীসের তালিকা এবং ১৮৬৯ শালের সাধারণ ষ্ট্যাম্প বিধির তফশীলও সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য একটাকা মাত্র। কলিকাতা, শীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, ৮২ নম্বর ভবনে, অমৃত বাজার পত্রিকা কার্য্যালয় এবং যশোহরের মুক্তিয়ার বাবু চন্দ্রনারায়ণ ঘোষের নিকট প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য-সংগ্রহ॥

হরিবংশ॥

৪ পেজী আকারে অর্থাৎ শ্রীযুক্তবাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ভারত মুদ্রাঙ্কণ নিয়মানুসারে উক্ত মহোদয়ের সহকারী অনুবাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া আমাদিগের যন্ত্রে মুদ্রিতারম্ভ হইয়াছে। যিনি উহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন, তিনি ত্বরায় আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

প্রতি মাসে দশ অথবা দ্বাদশ ফর্ম্মায় একএক খণ্ড প্রচারিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য স্বাক্ষরকারী গ্রাহকগণের প্রতি ।০ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদেশীয় গ্রাহকের ডাক মাসুল দিতে হইবেক।

কলিকাতা পাতরিয়া-ঘাটা ষ্ট্রীট ৪৭ সংখ্যক ভবন,-সাহিত্য যন্ত্র। ২০ই আষাঢ়। সম্বৎ ১৯২৭। } শ্রীগোপাল চন্দ্র রায় ম্যানেজর

A MANUAL OF THE HISTORY OF ENGLAND

Compiled from Collier's "British Empire", "Student's Hume", and Keightley's "History of England" with notes and Appendices. Price 12 As. To be had at Majumdar's Depository No 11, College Square and the School book Society's Depository.

বিজ্ঞাপন

সর্পা ঘাত।

অর্থাৎ।

মালবৈদ্যদিগের মতে সর্প দংশন চিকিৎসা॥ উক্ত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ বিক্রয়ার্থ এখানে আছে॥ স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ।০ আনা॥ ডাক মাশুল এক আনা॥ গ্রহণাকাঙ্খী মহাশয়েরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিলে উক্ত পুস্তক পাইতে পারিবেন॥

শ্রীচন্দ্র নাথ কর্ম্মকার
অমৃত বাজার নেটিব ডাক্তার॥

ভি, এন মিত্র এবং কোম্পানি॥ ফটোগ্রাফার এনগ্রেবার॥ ৫৮ নং বাটী' পটটোলা পটল ডাঙ্গা কলিকাতা॥ অতি অল্প মূল্যে এবং পরিপাটী রূপে ফটগ্রাফ ও এনগ্রেবিং করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন॥

সংগীত শাস্ত্র। প্রথম ভাগ।

উল্লিখিত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে॥ উহার দ্বারা নানা বিধ গীত ও বাদ্য গুরূপদেশ ভিন্ন অভ্যস্ত হইতে পারিবেক॥ উক্ত পুস্তক কলিকাতাস্থ সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে, কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট ব্যানার্জি এণ্ড ব্রাদারে লাইব্রেরিতে, এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা পাইতে পারিবেন॥ মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল একআনা কেহ নগদ ২৫ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ১২ টাকা এবং ৫০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের পুস্তক লইলে শত করা ২৫ টাকা কমিসন পাইবেন॥

নীল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
যশোহর অমৃত বাজার

আমরা আবার বলি, এই পত্রিকার মূল্যের বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকার এজেণ্ট॥

বাবু কেদার নাথ ঘোষ উকীল
যশোহর

বাবু তারাপদ বন্দোপাধ্যায় বি, এ বি, এল
কৃষ্ণ নগর

বাবু হরলাল রায় বি, এ টিচার হেয়ারস্কুল
কলিকাতা

বাবু উমেশ চন্দ্র ঘোষ নড়াল জমিদারের মুক্তিয়ার
কাশীপুর

বাবু দুর্গামোহন দাস, উকীল
বরিশাল

বাবু কৃষ্ণ গোপাল রায়, বগুড়া

যখন গ্রাহকগণ অমৃত বাজার বরাবর মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টার করিয়া পাঠান

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন নিয়মিত কমিসন সম্বলিত এক আনার অধিক মূল্যের টিকিট না পাঠান।

ব্যারিং কি ইন্‌সাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করি না।

অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্যের নিয়ম

অগ্রিম।

বার্ষিক	৫ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৩	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	২	৸০
প্রত্যেক সংখ্যা	।০	/

বিনা অগ্রিম।

বার্ষিক	৭ টাকা	ডাক মাশুল ৩ টাকা
ষাণ্মাসিক	৪৸০	১৷৷০
ত্রৈমাসিক	৩	৸০

এই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের নির্ণয়।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	/
চতুর্থ ও ততোধিকবার	/

এই পত্রিকা যশোহর অমৃত বাজার অমৃত প্রবাহিণী যন্ত্রে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়॥